7 1992

তারিখ 2 APR 1992
16। ... ৬ ... 4

আজকের কাগজ

28 MAR 1992

4
07

মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দুর্নীতির কবলে যশোরের গরীব ছাত্র–ছাত্রীরা

এইচ এম সিরাজ যশোরঃ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারীতার কারণে যশোরের বিভিন্ন উপজেলার গরীব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরা। শিক্ষক সমিতি উৎকোচ ছাড়া বই পাঠ্য না করার ফলে এক অনভিপ্রেত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে শিক্ষক সমিতির নেতারা বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত বিষয়ক বৈঠকে বসেন। বৈঠকে পুস্তক প্রকাশক বা তার প্রতিনিধিদের সাক্ষাতকার নেন। অভিযোগ রয়েছে, প্রক্রিয়াটি উৎকোচ আদায়ের কৌশল। যে পুস্তক প্রকাশক কোম্পানী বেশি উৎকোচ দেয়, নিম্নমানের ও তুলনামূলক অধিক মূল্য হলেও তাদের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি অভয়নগর উপজেলা শাখার কতিপয় শিক্ষক–নেতা এ বছর লক্ষাধিক টাকা উৎকোচ নিয়েছেন। শুধুমাত্র একটি বই পাঠ্যসূচির্ভুক্ত করার বিনিময়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নয় হাজার টাকা উৎকোচ নিয়েছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন। প্রতি বছর পুরোনো বই বাতিল ও নতুন নতুন বই পাঠ্য করার ফলে বড় ভাই–বোনের পুরোনো বই ছোট ভাই–বোন পড়তে পারে না। বিশেষ করে গরীব ছাত্র–ছাত্রীরা পুরোনো বই কিনতে কিংবা বিক্রি করতে না পারার কারণে তাদের লেখাপাড়া অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে অধিক দামে নতুন বই বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরা।

একটি সূত্র জানান, সরকার অনুমোদিত বই পুস্তকসমূহ পাঠ্যসূচিভুক্ত করার কথা থাকলেও সে নিয়ম মানা হচ্ছে না। তথাকথিত শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের নামে সমিতি নেতারা উৎকোচ নিচ্ছেন।

আর পুস্তক ব্যবসায়ীরা আগাম দেয়া উৎকোচের এ টাকা তুলছেন জনগণের কাছ থেকে অধিক হারে পুস্তকের মূল্য নির্ধারণ করে। অবৈধ পন্থায় বইয়ের দাম বাড়ানোর অভিযোগও রয়েছে। পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তির পর প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরা দামের পাতা ছিঁড়ে নতুন দাম বসিয়ে দেন। এমন নজির ও আছে।